দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 NOV 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

82

46

বে-সরকারী বিদ্যালয়ে অনুদান

বে-সরকারী বিদ্যালয়ে অনুদান নিয়ে আবেদন নিবেদন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। পুরান ঐতিহ্যের বাসনা যেন এখনো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এখানে প্রশ্ন এবং সমস্যাটি হচ্ছে বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের সরকারী অনুদান নিয়মিত দেয়া নিয়ে।

এ সমস্যা আগে ছিল না। কারণ বছরে এককালীন কিছু টাকা দেয়া ছাড়া নিয়মিত কোন সরকারী অনুদানই বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলি পেত না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারীকরণ করা হয়। অর্থনৈতিক সংকট সুরাহার লক্ষ্যে বে-সরকারী বিদ্যালয়কেও অনুদান দেয়া শুরু হয়। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে দেশের প্রায় সকল বে-সরকারী বিদ্যালয়ই এ অনুদাননির্ভর হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্র বেতন বলে কিছু নেই। বছর শেষে পরীক্ষার সময় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। পরীক্ষায় বসার এবং উপরের শ্রেণীতে উঠবার তাগিদে বিদ্যালয়ের ধার্য কিছু টাকা ছাত্ররা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া সারা বছরে শিক্ষক ও কর্মচারীদের একমাত্র সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়। এই অনুদান নিয়মিত পাওয়া না গেলে ভোগান্তির শেষ থাকে না।

অথচ এই অনুদান কোনোদিন যেন আর নিয়মিত হচ্ছে না। প্রথমে এই অনুদান তিন মাস পরপর দেয়া হত। অনেক তদ্বিরের পর প্রতিমাসে অনুদান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রক্রিয়াও চালু হয়। নির্দিষ্ট ব্যাংক থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুদান নিতে হয়। বেশ কিছুদিন এ নিয়ম চালুও ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে নিয়মও যেন অচল হয়ে যাচ্ছে। কোনক্রমেই মাসের অনুদান মাসে পৌঁছাচ্ছে না। প্রতিটি বিদ্যালয়কে একজন বাড়তি শিক্ষক রাখতে হচ্ছে এই অনুদান আদায়ের জন্য। আর নিয়মিত অনুদান পাবার জন্য কিছু অনাবশ্যক ব্যয় হয়ে গেছে একান্তই আবশ্যক।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ নিয়ে দেন-দরবার এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারী অনুদান নিয়মিত দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে খুব একটা কাজে আসছে না। নইলে এ নিয়ে প্রতিদিন পত্রিকায় অভিযোগ আকারে চিঠিপত্র প্রকাশিত হত না। এমন একটি চিঠি গত কদিন আগে ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের ধারণা, এ চিঠি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ চিঠিতে সরকারী অনুদান নিয়মিত দেয়ার আরজি পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে গরীব শিক্ষককুল উপকৃত হবে।